দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... DEC 1 6 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ৩ ......

112

...দক দায়ী নন

প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার সময়সূচি পরিবর্তন প্রসঙ্গে

দেশের শিক্ষা বিশেষ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও সম্প্রসারণে সরকারের পক্ষ থেকে চলিতেছে ব্যাপক আয়োজন ও নিরন্তর প্রচেষ্টা। বিপুল অর্থ ব্যয়ে ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাধ্যমে জানপ্রতিনিধিদের পরামর্শ ও নির্দেশনায়, স্থানীয় স্কুল ম্যানেজিং কমিটি ও থানা শিক্ষা কমিটির ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে সামগ্রিকভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পাইয়াছে একটি সুষ্ঠু গতিধারা। কিন্তু অনেক সফল আয়োজন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্যেও একটি ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই গতিধারাকে বেশ কিছুটা ব্যাহত

করিয়াছে; আর সেইটি হইতেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রচলিত সময়সূচি। সরকারি এক ঘোষণায় সকাল ৯-৩০ মিনিট থেকে ৪-১৫ মিনিট পর্যন্ত ব্যাপ্ত এই সময়সীমা কচিকাঁচা শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করিয়া গ্রাম অঞ্চলের শিশুরা সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া সামান্য কিছুটা নাস্তা পানি-বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পান্তাভাত খাইয়া থাকে। এরপর স্বভাবত দুপুরে ভাত খায়। কিন্তু এর মাঝে ৯-৩০ মিনিটে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং ১২-১৫ মিনিটে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদেরকে দ্বিতীয়বার খাবার খাওয়াইয়া স্কুলে পাঠানোর মতো মানসিক প্রস্তুতি ও আর্থিক সঙ্গতি অধিকাংশ পরিবারেরই নাই। ইহার ফলে বিদ্যালয়ের প্রচলিত সময়সূচির প্রতি অভিভাবক মহলের বিরূপতা দেখা দেওয়ায় অধিকাংশ গ্রামীণ বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি সন্তোষজনক হইতেছে না। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে ভাবিয়া দেখা অতীব প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে সদাশয় সরকারের কাছে আমাদের প্রস্তাব বর্তমান সময়সূচি (সময়সীমা ৬.৪৫ মিনিট) ঠিক রাখিয়া ৯-৩০ মিনিটের পরিবর্তে ৮-০০ হইতে ১০-৩০ মিনিট পর্যন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং দ্বিতীয় পর্যায় ১০-৪৫ মিনিট হইতে বিরতিসহ ২-৪৫ মিনিট পর্যন্ত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ দান পরিচালিত হইলে এই সময়সূচি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে যেমন গ্রহণযোগ্য হইবে তেমনি উপস্থিতি সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পাইবে।

বিষয়টি সদাশয় সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের সদয় বিবেচনার জন্য আকুল আবেদন জানাইতেছি।

মোঃ জয়নাল আবেদীন
সাধারণ সম্পাদক
প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি
মঠবাড়ীয়া, পিরোজপুর।